মেহেরপুরে নামল স্বস্তির বৃষ্টি

টানা তীব্র তাপদাহের পর অবশেষে মেহেরপুরের নামল স্বস্তির বৃষ্টি। ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি মানুষের মনে এনে দিয়েছে প্রশান্তি।

মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টা ৩০মিনিট থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত আকাশে ঘন ঘন দমকার সাথে সাথে জেলাজুড়ে শুরু হয় বৃষ্টি।

গত কয়েকদিন ধরেই মেহেরপুরে ছিল তাপমাত্রা। কয়েক দিনের তাপদাহে হাঁসফাঁস অবস্থা সৃষ্টি হয় জনজীবনে।

গাংনী উপজেলা শহরের বাসিন্দা এসএম সেলিম রেজা ও মজনু বলেন, তাপদাহে কোথাও এতটুকু স্বস্তি ছিল না। গরমে কষ্ট পাচ্ছিলেন সবাই। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছেন অনেকেই। তাই সেই দীর্ঘ প্রত্যাশার বৃষ্টি পেয়ে স্বস্তি সবার মাঝে। অনেকেই ভিজেছেন শান্তির বৃষ্টিতে।

গাংনীতে তীব্র তাপদহের পর স্বস্তির বৃষ্টি

গেল কয়েকদিন ধরে মেহেরপুরের গাংনীতে সারাদিন তীব্র তাপদাহ থাকলেও বিকেল হতে না হতেই শুরু হয় বৈরী আবহাওয়া। মুহুর্তের মধ্যে শুরু হয় ঝড়। ঝড়ের ফলে ধুলোবালি উড়ে অন্ধকার হয়ে যায় চারপাশের পরিবেশ।

গত (২৮ ও ২৯শে এপ্রিল) আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা আর ঝড় হলেও কয়েক ফোটা বৃষ্টির পানি পড়ে থমথমে হয়ে যায় পরিবেশ। তবে আজ রবিবার সারাদিন তীব্র তাপদাহ থাকলেও বিকেলের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা থেকে শুরু হয় প্রচন্ড বৃষ্টি। সারাদিনের তীব্র গরমের মধ্যে ঘন্টাব্যাপী এ বৃষ্টি স্বস্তি এনে দেয়। সটানা কয়েকদিনের অপেক্ষা আর বৈরী আবহাওয়ার পর আজকের ঘন্টাব্যাপী বৃষ্টিতে স্থবির হয়ে যায় চারপাশ। রাস্তাঘাটে মানুষের চলাচল বন্ধ থাকে বৃষ্টি শেষ না হওয়া

পর্যন্ত। বৃষ্টির সাথে সাথে বিদ্যুৎয়ের ঝলকানি আর গুড়ুম গুড়ুম শব্দে ভারী হয়ে ওঠা প্রকৃতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মাদ্রাসা বাজারে প্রতিদিনের মতো ঝালমুড়ি বিক্রি করতে বসেছিলেন মহব্বত আলী। কিন্তু তীব্র বৃষ্টির ফলে তলপিতলপা গুটিয়ে নিতে হয় তাকে। তিনি জানান, গত দুদিন খারাপ আবহাওয়া হলেও ঝড়বৃষ্টি হয়নি তেমন। কিন্তু আজকে প্রচন্ড বৃষ্টির সাথে বাতাস হওয়ায় আমার ঝালমুড়ির অস্থায়ী দোকান নিয়ে টিকে থাকতে পারিনি।

বামন্দী কাজিপুর সড়কে প্রতিদিন দুবেলা চলাচল করেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, আজ সারাদিন তীব্র গরম পড়েছে। ঘেমে একাকার অবস্থা। বৃষ্টি হয়ে শান্তি লাগছে।